৫।

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 07 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ৭ ...

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছে

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সন্ত্রাসীদের নতুন তালিকা চাইবে। এছাড়া এর আগে প্রাপ্ত সন্ত্রাসীদের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই করে ইদের পরে এদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে সন্ত্রাস হয় তার পিছনে ছাত্র সংগঠনগুলোর ক্যাডারদের আধিপত্য বিস্তারের "দ্বন্দ্ব"ই ছিল মূল কারণ। প্রায় পক্ষকালব্যাপী এই সন্ত্রাসী ঘটনার পেছনে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হাত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর বিশ্ব-

(৮-এর পৃঃ ৬ কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিদ্যালয়ের সবক'টি হল "সীল" করা হয়। পরে পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্রদের হলে উঠানো হয়। এরপর ক্যাম্পাসের বড় কয়েকটি ছাত্র সংগঠন স্ব-স্ব দলের মধ্যে বহিরাগত, সন্ত্রাসী রয়েছে— এ রকম অভিযোগ স্বীকার করে ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাদের তালিকা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানোর জন্য নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে। এর মধ্যে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্তৃপক্ষের নিকট সন্ত্রাসীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রেরণ করে। কর্তৃপক্ষ দুটি ছাত্র সংগঠন থেকে প্রাপ্ত এই তালিকায় কাউকে রাজনৈতিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা কিংবা প্রকৃত সন্ত্রাসীরা এই তারিকায় আছে কিনা তা পুলিশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে যাচাই করে।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী পুলিশের আইজিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক শেষে সন্ত্রাসীদের একটি তালিকা হস্তান্তর করেন। এরপর বেশ কিছুদিন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনা ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দাপট উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। কিন্তু গত মাসের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টেন্ডারকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে পুনরায় বহিরাগতদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলে এবং একজন সন্ত্রাসী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের একজন ছাত্রীর লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় কর্তৃপক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। সূত্র জানান, এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে পরিবেশ শিক্ষোপযোগী রাখতে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের নতুন তালিকা চাইবে।

ঈদের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা পরিষদের যে বৈঠক হবে ঐ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হবে এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দের নিকট এ ব্যাপারে চিঠি পাঠানো হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দৈনিক বাংলাকে বলেন, এই তালিকা পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হবে। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।